| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/0 -1

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৮ই পৌষ ১৪২১
২৪শে ডিসেম্বর, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

কিন্তু রাজ্যটা তো জলে যাচ্ছে!

বিশেষ প্রতিবেদক : সেদিন, 'আপনার রায়'---অনুষ্ঠানে সুব্রত মুখোপাধ্যায় হাসতে হাসতে বললেন, 'কিন্তু আপনারা ভুলে যাচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি সত্ত্বা আছে। একদিকে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অন্যদিকে পার্টি প্রেসিডেন্টও বটেন !' ঠিকই। কিন্তু পার্টি প্রেসিডেন্টসিপ্ যদি এবং যখন মুখ্যমন্ত্রীত্বকে ছাপিয়ে যায়, তখন রাজ্যের অবস্থা যে কী হ'তে পারে, বাংলার মানুষ আজ তা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। বিশেষত, মমতার ঘনিষ্ঠ, রাজ্যের এক পূর্ণমন্ত্রী গ্রেফতারের পর (পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথম) অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে যেতে বসেছে যে, বিভ্রান্ত রাজ্যবাসীর মনে, খোদ মমতাকে ঘিরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রীত্ব অথবা, জঙ্গি বিরোধী নেত্রীর ভূমিকা (রাজ্যবাসী যা কিনা এতদিন দেখে অভ্যস্ত), কোন্‌টাকে অগ্রাধিকার দিতে চান তিনি ? বিশেষ, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে তিনি যখন রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীও বটেন। অথচ তাঁরই নির্দেশে কলকাতাসহ জেলায়-জেলায়-দলীয়-সমর্থকদের নিয়ে নেতারা রাস্তায় নামলেন। মিছিল, অবরোধ, যানজট কোনও কিছুই বাদ গেলনা। সমগ্র দেশের কাছে মাথা হেঁট-হল পশ্চিমবঙ্গের।

প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, মিছিল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। তা নিয়ে বলার কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু সেই প্রতিবাদ যদি দেশের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নামান্তর হয়, তবে তাকে নিশ্চয়ই সমর্থন করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে এই সব অপ সংস্কৃতির ঐতিহ্য অবশ্য দীর্ঘ দিনের। মমতা (এবং তাঁর দল) সেই ঐতিহ্যেরই অনুগামী। সারদা কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে (সি.বি.আই-এর জিজ্ঞাসাবাদ ও ধরপাকরের ফলে) মমতার দল যখন অস্বাস্তিতে, বিশেষত, মদনবাবুর গ্রেফতারের পর রীতিমত ব্যাকফুটে, তখন, নিতান্ত অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এবং শিরে সংক্রান্তি কাটিয়ে ওঠার মরিয়া চেষ্টায়, মমতাকে আবার সেই জঙ্গি বিরোধী নেত্রীসুলভ স্ব-মহিমায় দেখা গেল। রাজধর্ম অতএব দলধর্মের কাছে আত্মবিক্রয় করতে উদ্যত। বাক বিধি পরিমিতি ও সৌজন্যবোধের কোনও রকম বালাই না রেখেই। সি-বি-আই-কে বি-জে-পি-র শাখা সংগঠন প্রতিপন্ন করতে এবং এমনকি, সি-বি-আই-কে তুলে দেবার ডাক দিয়ে, মমতা তাঁর বি-জে-পি বিরোধী আন্দোলনকে রাজ্য, এমনকি কেন্দ্রীয় স্তরে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন। তারই নমুনা হিসেবে, তৃণমূল সাংসদরা পার্লামেন্ট ভবনে কখনও কালো ছাতা, কখনও কালো চাদর গায়ে দিয়ে, কখনও হাঁড়ি কলশি নিয়ে, এমন নাটুকে-পনা করলেন, যা অন্যদের কাছে হাসাহাসির বিষয় হ'য়ে দাঁড়াল। এ-সব আর কিছুই নয়, সি-বি-আই-এর দিক থেকে রাজ্যবাসীর দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। দ্বিতীয়ত, একদিকে বি-জে-পির ক্রমিক উত্থান যেমন মমতাকে দুষ্ট-ব্রণের মতো বেশ কিছু দিন ধরেই ভোগাচ্ছে, অন্যদিকে গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো সাম্প্রতিক সি-বি-আই-দূষণ থেকে নিজেকে (ও দলকে) বাঁচাতে মমতা এখন আক্রমণকেই রক্ষণের সেরা রাস্তা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। (চলবে)

জ্যান্ত ভিখেরী মর্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতাল মোড়ে দাদাঠাকুরের মূর্তির পাশের ফুটপাতে পড়ে থাকা জনৈকা ভিখেরীর নিথর দেহটি এলাকার মানুষ হাসপাতালের মর্গের বারান্দায় এনে ফেলে দেয়। কর্মরত ডোম পোষ্টমর্টেম করতে এসে মর্গের বাইরে পড়ে থাকা দেহটি টানতে গিয়ে তার দেহে উত্তাপ অনুভব করেন। এই খবর নিমেষে এলাকায় ছড়িয়ে যায়। ছুটে আসেন তৃণমূলের স্বাস্থ্য পরিষেবা কমিটির সম্পাদক প্রতাপ সিংহ। তাঁর তৎপরতায় ভিখেরীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখন সে সুস্থ। ঘটনাটি ১৭ ডিসেম্বরের।

জাল নোট পাচারকারীর সশ্রম কারাদন্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ফার্স্ট ট্রাক ফার্স্ট কোর্টের বিচারক শৈলেন্দ্র সিং ১১ ডিসেম্বর এক জাল নোট পাচারকারীকে ৬ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেন। খবর, গত বছর দুই জাল নোট পাচারকারী সওকাত আলি ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মুস্তাফিজুর রহমানকে সামসেরগঞ্জের ওসি উৎপল দাস ধুলিয়ান স্টেশন চত্বর থেকে গ্রেপ্তার করেন। তাদের দু'জনের কাছ থেকে ১৫ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়। ১০০০ এবং ৫০০ টাকার নোট ছিল। পুলিশ অপ্রাপ্ত মুস্তাফিজুরকে বহরমপুর জুভেনাইন কোর্টে পাঠিয়ে দেয়। সওকাত জঙ্গিপুর সাব জেলে বন্দী ছিল। এই মামলায় সরকারী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন বামনদাস ব্যানার্জী।

ছ'দিন পর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানাপাড়া এলাকার বাসিন্দা উদিত দত্তের স্ত্রী কল্যাণী (৩৭) ১৫ ডিসেম্বর কুয়াশাঘন সকালে ভাগীরথী নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করেন বলে খবর। প্রত্যক্ষদর্শীর (শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই পৌষ, বুধবার, ১৪২১

।। বড়দিন ।।

প্রাজ্ঞ তিনজন বাহির হইয়াছিলেন পূর্বদেশ হইতে সেই নবজাতকের সন্ধানে, সঙ্গে বহন করিয়া চলিয়াছিলেন তাঁহার জন্য মূল্যবান উপহার। একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের অভিযাত্রা। তখন শীতকাল। বেথেলহেমে সেদিন ছিল দারুণ কনকনে শীত। দুর্যোগ শৈত্যের মধ্যে দম্পতিও আশ্রয়ের খোঁজে পান্থশালায়। তাহারা হইলেন জোসেফ এবং মেরি। মেরি আসন্ন প্রসবা। পান্থশালায় আশ্রয় না পাইয়া বাধ্য হইয়া আসিলেন এক আস্তাবলে। সেদিন রাত্রে ভূমিষ্ট হইলেন মানবত্রাতা যিশুখৃষ্ট। ২৫শে ডিসেম্বর। সারা বিশ্বের মানুষের নিকটে এক বিশেষ দিন। এই দিন আসিয়াছিলেন ধরণীর বুকে মৈত্রী-প্রেম-ভালোবাসা-শান্তির বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন মহামানব যিশু। তাঁহার জন্মদিন বড়দিন বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই দিনটি খৃষ্টানদের নিকটেই শুধু পবিত্র নহে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে পবিত্র দিন, উৎসবের দিন, খুশির দিন, আনন্দ--আমোদের দিন--বড়দিন। শোনা যায় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ২৫ ডিসেম্বরকে যিশুর জন্মদিন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাই এই দিনটি তাঁহার হ্যাপি বার্থ ডে। খিস্টমাস নামটি নাকি তাহার পাঁচশত বৎসর পর প্রচলিত হইয়াছে। এই দিনটিকে ঘিরিয়া আনন্দের কত আয়োজন, আলোক সজ্জার কত বৈচিত্র। ফিরিয়া ফিরিয়া আসুক এই দিন প্রতি বৎসর--এই প্রার্থনা সকলের। কেহ কেহ বলেন বড়দিন হইল বড়দিনের উৎসব। বড়দিনের মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নতজানু প্রণতি নিবেদনের দিন--এই দিন--বড়দিন।

যিশুর জন্মদিন শুধুমাত্র ঐতিহাসিক দিক নহে, ইহার আধ্যাত্মিকতাও রহিয়াছে। মানবসত্তা এবং মানবজাতির জন্য যিশু প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল তাঁহার বাণী। মানুষকে ভালোবাসায় ছিল তাঁহার বাণীর মূল কথা ও জীবনের মৌল ব্রত। হিব্রু ভাষায় যিশুর নাম 'জেশুয়া মেশিয়াহ', ইংরাজীতে Jesus Chirst. তিনি ক্রশবিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রুশ হইতেছে দুঃখবরণ এবং আত্মোৎসর্গের সুমহান প্রতীক। সত্য-প্রেম-অহিংসা এই মানব পরিত্রাতার জীবনের মূল মন্ত্র। তিনি বলিয়াছেন--ঈশ্বর আমাদের পিতা। তাঁহাকে সেবা করিতে হইলে সেবা করিতে হইবে মানুষকে। প্রতিটি মানুষকে হইতে হইবে যিশুর মত নিষ্পাপ এবং সরল। কিন্তু পৃথিবী কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে তাঁহার শিক্ষা ? আজিও দেখি 'কপট হিংসা গোপন রাত্রি [illegible]/হেনেছে নিঃসহায়ে' ; 'মানুষের মনের কথা মনে হয়-দ্বেষ' ; 'হিংসায় উন্মত্তপৃথ্বী নিত্য নিঠুর [illegible] সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদের উগ্র বিষবাষ্পে [illegible] কলুষিত। মানবাত্মাও ক্রুশবিদ্ধ।

১৯১০ সাল। বড়দিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে খিষ্টোৎসব পালনের সূচনা করিয়াছিলেন। মন্দিরে তাহার আয়োজন করিয়াছিলেন। বড়দিন প্রসঙ্গে তিনি বেদনার সহিত উচ্চারণ করিয়াছিলেন--'আজ পরিতাপ করবার দিন, আনন্দ করবার নয়। আজ মানুষের লজ্জা সমস্ত পৃথিবী ব্যপ্ত করে আছে। আজ আমাদের উদ্ধত মাথা ধূলায় নত হোক, চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাক। বড়দিন নিজেকে পরীক্ষা করবার দিন, নিজেকে নম্র করবার দিন।' দয়াহীন সংসারে যিশুকে নিষ্ঠুর ভাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হইয়াছিল, বিচারের বাণী সেই দিন নিভৃতে কাঁদিয়াছিল। তিনি তো মানুষকে ভালোবাসিয়া ছিলেন, দোষকে নয়, দোষীকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, অন্তর হইতে বিদ্বেষ বিষ নষ্ট করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাঁহাকে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে ? নহে কি মানবাত্মার নির্মম অবমাননা ? আজিও দুনিয়া জুড়িয়া চলিয়াছে সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসের যুবকাষ্ঠে মনুষ্যত্বের বলিদান। প্রার্থনা করি--বড়দিন তাহাদের চেতনা বলয়ে আনিয়া দিক শুভবুদ্ধি, শুভঙ্কর ভাবনা। ক্ষমা এবং ভালোবাসার রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠুক বড়দিন।

নবান্ন

--সাধন দাস

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন। জীবনকে আনন্দ উৎসবে ভরিয়ে তোলার জন্য ঋতুচক্রের পথে পথে যখনই সে কোনো উপলক্ষ পেয়েছে, তখনই তাকে নানা উপাচারে সাজিয়ে উদ্‌যাপন করেছে। হেমন্তের তেমনি একটি লোকউৎসবের নাম 'নবান্ন'।

বাঙালির প্রধান খাদ্য ভাত, আর এই ভাত হয় চাল থেকে। এই ক্ষুদ্র নয়নমোহর শিল্পশোভিত শস্যকণাটি লুকিয়ে থাকে যে আধারের মধ্যে, তার নাম 'ধান'। ওই যে আদিগন্ত ছড়ানো বিস্তীর্ণ প্রান্তর, এই পৌষের পড়ন্ত দুপুরে ওই খেত জুড়ে মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে রয়েছে যে সোনালী ফসল--তা হল বাঙালী ঘরের লক্ষ্মী। ক্ষুধিত সন্তানের জন্য মা যেমন সঞ্চিত ক'রে রাখে স্তন্যসুধা, এই জননী বসুন্ধরাও তেমনি আমাদের জন্য ধরিত্রীর বুকে সাজিয়ে রেখেছে। ধান্যসুধা। এ যেন আমাদের জননীর স্নেহের দান। কাজেই অন্যান্য ফসলের চেয়ে এই শস্যকণাটিকে বাঙালি একটু আলাদা মর্যাদা দেয়। তাই সারা মরশুম জুড়ে চাষীরা যে-অক্লান্ত পরিশ্রম করে, সেই পরিশ্রমের ফসল হেমন্তলক্ষ্মীকে যখন খেত থেকে বাড়িতে বাড়িতে আবাহন করা হয়, তখন বাংলা ও বাঙালির জীবনে উৎসবের ধূম পড়ে যায়।

ধান কেটে যখন বাড়িতে আনা হয়, তখন নিকোনো উঠোনে আলপনা দিয়ে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকা হয়, মেয়েরা উঠোনে দাঁড়িয়ে তিনবার শংখধ্বনি করে আর নতুন ধানের গায়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ফুল দুব্বো বেলপাতা। ঈশ্বরের এই দানকে বাঙালি কখনোই স্বার্থপরের মতো নিজেই আগে ভোগ করে না। পঞ্জিকার তিথি মেনে গ্রামের লোকেরা সবাই একটি বিশেষ দিনে এই নতুন ধানের চালকে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে।

নতুন চালের আতপের পায়েস বা পরমান্ন গৃহলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে প্রথমে ছোট কলার পাতায় সেই পায়েস ছাদের উপর, খড়ের চালে, টিনের ছাউনির উপর পাখ-পাখালির জন্য রেখে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, এই নতুন ধানের পায়েস রাখা হয় দাওয়ায়, উঠোনে, গোয়ালঘরে, ঢেঁকিঘরে, গোলাঘরে, বাহিরবাড়ি, ভেতরবাড়ির চারিদিকে যত্রতত্র। সমস্ত প্রাণীরা, পাখিরা, গৃহপালিত পশুরা, এমনকি ঘরের নির্জীব আসবাবপত্রগুলোও যেন এই নতুন চালের মিঠে গন্ধে আমোদিত হয়ে ওঠে।

শুধু তাই নয়, নতুন অন্নের সঙ্গে গৃহস্থ বধূরা রান্না করে পঞ্চদশ ব্যঞ্জন। সেই কোন্ রাত থাকতে তারা কুটনো কুটে, বাটনা বেটে ঘরে ঘরে সাজিয়ে রাখে নতুন চালের ভাতে আর শীতের একপ্রস্থ সুস্বাদু সব্জী। বাড়িতে বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয় পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজন। গৃহস্থের কল্যাণে কবজী ডুবিয়ে তারা খেয়ে যায় নতুন চালের অমৃতরস আর ভাসান তেলে ভাজা হরেক রকম পৌষালি ব্যঞ্জন।

এত বিপুল আয়োজন হয় যে এই সমস্ত নবান্নের দিনের রান্নাবান্না শীতের হিমরাতে জমে থেকে যায় পরের দিনের জন্য। পরের দিনও সেই সব খাবারের রেশ থেকে যায়। সে-দিনটাকে বলে 'বাসি নবান্ন'। এই দিনে অনেক বাড়িতে অরন্ধনও পালন করা হয়।

কিন্তু ক্রমশঃ যেন দিনকাল বদলে গেল। এই সমস্ত স্নিগ্ধ মধুময় পার্বনগুলি বাঙালির জীবনচর্যা থেকে যেন হারিয়ে গেল। পারস্পরিক সম্প্রীতি গ্রামীণ জীবন থেকে অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে বলে এবং একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে যাওয়ার ফলে ধান্যসূত্রে গাঁথা পরিবার ও সমাজের এই মধুর বন্ধন আজ অনেকখানি শিথিল। মানুষ এখন বড় স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। তাই নবান্নের প্রসাদ খেতে আকাশের পাখিরা আজ আর নেমে আসে না গৃহস্থের উঠোনে।

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় লিখেছেন--

"এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে
নতুন চালের রসে রৌদ্রে কত কাক
এ-পাড়ার বড় সেজ, ও-পাড়ার দুলে বোয়েদের
ডাক শাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত,
এখন টুঁ শব্দ নেই সেইসব কাকপাখিদেরও।"

কলেজ-শিক্ষা

শীলভদ্র সান্যাল

ক্যারাটে শিখতে চাও ? যাও তবে কলেজে !
সেখানে ট্রেনিং হয়, সব্বাই বলে যে !
জায়গাটা দাদাদের-মৌরুসী-পাট্টা
এক ইঞ্চি জমি নিয়ে সব এক কাট্টা।
ভোটের সময় দেখি হাতাহাতি চলে যে !
হ'তে হ'তে হাড় ভাঙে, কারও মাথা ফাটে তো
সর্টকাট মেরে কেউ গলি-পথে-কাটে তো
হাঁক ছেড়ে রে রে ক'রে তেড়ে আসে পুলিশে
সার কথা কে না জানে ? এমন কি ফুলিশে !
তুমিও এ-সব কথা রেখ ফুল-নলেজে।
কী যে-বলি ! দলাদলি আর মারদাঙ্গা
প্রশাসন বাছাধন একেবারে নাঙ্গা।
দুদ্দার ছোটে সব, পেটো ওই ফাটে তো
পলিটিক্স ক'রে পড়াশোনা ওঠে লাটে তো
মুক্তাঞ্চল হয় একজাম হলে যে !
কলেজে ভর্তি হ'লে এই সব দস্তুর
তবে না জানবে, চাঁদু, কলেজ কী বস্তু !
ভাবছ কি ! ভাগ্যটা নিজ্ হাতে লিখে নাও
ক্যারাটেটা এইবেলা ভাল ক'রে শিখে নাও
না হ'লে মান-ইজ্জত সব যাবে জলে যে।।

বড়দিন ও নিউ ইয়ারস্ ডে উপভোগ করতে সুভাষ দ্বীপ আসুন

সেখানে তৈরী হয়েছে সিমেন্ট বাঁধানো সুন্দর রাস্তা, জলাশয়ে ছাড়া হয়েছে নানা ধরনের মাছ, লাগানো হয়েছে আরো ফুলের গাছ। রঙ করা হয়েছে সেখানকার বসার জায়গা। পর্যাপ্ত পানীয় জলের ও আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৈরী হয়েছে কিচেন ও ডাইনিং সেড। সেখানে এক সাথে আশিজনের আহারের ব্যবস্থা থাকবে। হয়েছে মহিলাদের জন্য আটটি এবং পুরুষদের জন্য আটটি শৌচাগার।

মরশুমে ভ্রমণপিপাসুদের নিরাপত্তায় থাকবে কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা।

সবারে করি আহ্বান

মোজাহারুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জঙ্গিপুর পুরসভা

চলতে ফিরতে

আশিস রায়

কখনো লাল টুকটুকে বেনারসি। কখনো নীলাম্বরী। কখনো পীতবসনা সুন্দরী। হঠাৎ-বৃষ্টির মতো ঝম্‌ঝমিয়ে নেমে এসেছে কত রংবেরঙের অটোরিকসা। শহরের রাস্তায়। এখানকার মানুষ আদর করে বলে 'টুকটুক'। গজেন্দ্রগমন বলেই হয়ত এই নাম। সবাই ডাকে টুকটুক। আমি বলি 'টুকটুকি'। অমন যে পুরুষালি চেহারার জিপ্ লরি ট্রেকারের--রাস্তায় মুখোমুখি হলেই টুকটুকি যেন লজ্জায় পাশ কাটিয়ে চলে যায়। লাদেনভ্যান অটোভ্যান দেখলেই ভয়ে জড়োসড়ো--যদি বেলেল্লাপনা করে গায়ে হাত দিয়ে ইজ্জত নষ্ট করে। প্যাসেঞ্জার কুড়িয়ে-বাড়িয়ে গজেন্দ্রগমিনী টুকটুকি এখন রাস্তায় ঘুরছে।

ভদ্রলোকরা টুকটুকি পেয়ে খুশি। খুব নিশ্চিন্ত বৃদ্ধরা। রিক্সায় উঠতে বড় কষ্ট। হাঁটুতে বেদনা। ভ্যানগাড়ি-ও দুঃস্বপ্ন--যদি টাল সামলাতে না পেরে পণ্ডিত প্রেসের মোড়ে বাঁকের মুখে মুখ থুবড়ে পড়তে হয়। অল্প ভাড়ায় ভ্যানের জন্যে দাঁড়িয়ে-থাকা মাথায় একহাত ঘোমটা-টানা এই দারুণ শীতে গায়ে সুতির চাদর জড়ানো হাওয়াই চপ্পল-পায়ে মেয়েবৌরা টুকটুকি পেলেও ওঠে না--দাঁড়িয়েই থাকে। ওদের ছেলেমেয়েরা চোখ বড় বড় করে গাড়িটার দিকে তাকায়--ভয়ে ভয়ে টুকটুকির গায়ে এক আধবার হাত বুলিয়েও নেয়। টুকটুকি নিঃশব্দে চলে যায়।

রিক্সা-প্যাড্‌লাররা এখন খুব ভয়ে ভয়ে আছে। স্ট্যাণ্ডে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে করতে বুঝে গেছে আগের মত প্যাসেঞ্জার হবে না। যে সব চেনা মানুষ আগে আসত তারাও এখন টুকটুকিতে চলে যাচ্ছে। দিন শেষে ওদের রোজগার আড়াই তিন থেকে এক-দেড়শ'তে ঠেকেছে। রুজিরোজগারে খুব টান পড়েছে।

টান পড়েছে ভ্যানেও। সাতসকালে চা-মুড়ি খেয়ে ভ্যানভর্তি মানুষ নিয়ে ভ্যান চালাত--বুকের জোরে কব্জির জোরে। কলিজার হাঁস-ফাঁসানি গ্রাহ্যই করত না। এখন সারাদিন গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। ঘন ঘন ঘাড় ঘুরিয়ে ব্যাঙ্ক-ডাকবাংলার মোড়ের দিকে তাকায়--যদি প্যাসেঞ্জার আসে। দিনান্তে কত টাকা রোজগার করল আবে। কপালে দুশ্চিন্তা আর বাড়িতে দু'বেলা খেতে না-পাওয়ার চিহ্ন চোখেমুখে।

অভাব চিরকাল ছিল-ই। এখন আরও বেড়েছে। না খেতে পেয়ে মরে গেছে রিক্সা প্যাড্‌লার বুদ্ধু। ওর ছেলে এখন সারাদিন মদে চুর হয়ে রিক্সা চালায়। মুখে দুর্গন্ধ। প্যাসেঞ্জাররা নাকে-মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বসে থাকে। নামতে পারলেই বাঁচে। বড়ো মসজিদটার কাছে একটা ভুগে মরে গেল। ভাড়াবাড়ি। প্যাড্‌লার সোভান অভ্যাস মতো সকালে বাড়ি ছাড়ে। এখন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গাড়ি চালায় না। ভিক্ষে করে। প্যাড্‌লার আনন্দ রোগে

(পরের সংখ্যায় সমাপ্য)

দেহ উদ্ধার

..... (১ পাতার পর)

বিবরণে জানা যায় মহিলাটি দ্রুত জলে নেমে গিয়ে কিছুটা ভেসে কয়েকবার হাত তোলেন এই পর্যন্ত। মেয়েপক্ষের তৎপরতায় ও আর্থিক সহযোগিতায় পুলিশ বহরমপুর থেকে ডুবুরি এনে ১৮ ডিসেম্বর ভাগীরথীতে নির্দিষ্ট এলাকায় তল্লাসী চালিয়েও ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে ডুবুরিদের কর্মতৎপরতা মানুষকে হতাশ করে। না ছিল তাদের কাছে অক্সিজেন সিলিন্ডার না ছিল মাস্ক। তাই জলের তলায় দীর্ঘক্ষণ ধরে তল্লাশী চলেনি। পুলিশের মধ্যেও অসহযোগিতা প্রকাশ পায়। কল্যাণীর দাদা জয়ন্ত চন্দ্র অভিযোগ করেন, তাদের বোনের দেহ উদ্ধারে পুলিশের সহযোগিতা চেয়ে লিখিত আবেদন জানালে তা প্রথমে নিতে তারা অস্বীকার করে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর নেয় (জি.ডি. নং ১০০১ তাং ১৫-১২-১৪)। এই সূত্রে জানা যায়, ২০০০-এর জুলাই-এ কল্যাণীর বিয়ে হয়। ১২ বছরের একটি মেয়ে আছে তার। দীর্ঘসময় পার হয়ে যাবার পর ২০ডিসেম্বর ঘটনাস্থল থেকে তিন মাইল দূরে দফরপুরে নদীর বাঁকে এক ঝোপে আটকে থাকা মৃতদেহ গ্রামবাসীরা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। মৃতদেহের ব্লাউজ, কানের দুল ও হাতের চুরি দেখে মৃতদেহকে কল্যাণীর বলে আত্মীয়রা শনাক্ত করেন।

শ্রীশ্রীআশাপূর্ণা কালীমায়ের (১২ হাত কালী) ২০১৪ সালের আয় ও ব্যয়ের হিসাব

আয় :		ব্যয় :	
১) মেলাবাবদ	= ৪১,৫৫০.০০	১) বিল-বই + কুপন + হ্যাণ্ডবিল + মাইক + অটো + টুকটুক	= ৩,৬০০.০০
২) বিজ্ঞাপন বাবদ	= ২৭,৫০০.০০	২) প্রতিমা সাজ-সহ	= ২৫,১০৭.০০
৩) প্রতিমা দর্শনার্থী ও ভক্তগণের প্রণামী বাবদ আয়	= ৫৪,৬২৬.০০০	৩) পারমিশন বা অনুমতি ইলেকট্রিক সহ	= ৭,২০৫.০০
৪) মায়ের চরণে বিশেষ চাঁদা (বিল বহির্ভূত নাম উল্লেখ করিতে অনিচ্ছুক ভক্ত)	= ১৫,০০০.০০০	৪) পূজার-ঢাক + ঢোল বাদ্য	= ৩,১০৬.০০
৫) ২০১৪ বৎসরের বিল-বাবদ	= ৮৯,০৭৩.০০	৫) প্যাণ্ডেল + লাইট-গেট সহ	= ৩৮,০০১.০০
		৬) বক্স + মাইক + ডি.জে	= ৫,০০০.০০
মোট	= ২,২৭,৭৪৯.০০	৭) পুরোহিত + বলিদান দক্ষিণা	= ১,৮৮১.০০
		৮) ভোগের খরচ (দুধ-ঘৃত সহ)	= ২,৯২২.০০
		৯) প্রসাদ বিতরণ প্যাকেট	= ১,৫৬৭.০০
		১০) সিকিউরিটি গার্ড + নাইটগার্ড	= ২,৪২০.০০
মোট আয় =	২,২৭,৭৪৯.০০ টাকা	১১) প্রণামী বাক্স (খরিদ)	= ৪০০.০০
মোট ব্যয় =	১,১৮,৭৮৯.০০ টাকা	১২) প্রতিমা নিরঞ্জন খরচ	= ২৭,৫৮০.০০
২০১৪ বৎসরের উদ্‌বৃত্ত =	১,০৮,৯৬০.০০ টাকা	মোট খরচ	= ১,১৮,৭৮৯.০০
* ২০১৩ বৎসরের প্রাক্তন কমিটির দেনা পরিশোধ করিতে ব্যয়	৮,০০০.০০ টাকা		
২০১৪ বৎসরের উদ্‌বৃত্ত =	১,০০,৯৬০.০০ টাকা		

২০১৪ বৎসরের উদ্‌বৃত্ত অর্থ শ্রীশ্রীআশাপূর্ণা কালীমায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাখা হইবে।

অনুপ দাস (কোষাধ্যক্ষ) সুশীল সাহা (সম্পাদক)
বিশ্বনাথ কর্মকার (সভাপতি)

শ্রীশ্রীআশাপূর্ণা পূজা কমিটি পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন--কার্ত্তিক প্রামাণিক ও উত্তম ঘোষ।

সদস্যবৃন্দের নাম : বাপ্পা দত্ত, রানা রায়, খুদু পাল, মনোহর আগরওয়ালা, মিহির মণ্ডল, রাজু ভকত, মুন ভকত, চন্দন প্রামাণিক, সঞ্জীব ঠাকুর, তাপস পাল, অনুরাগ প্রামাণিক, দেবজ্যোতি মুখার্জ্জী, সায়ন সাহা, বাপী রবিদাস, সোমনাথ রবিদাস ও আরো অনেকে।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দা... এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।